ছবি : আড়ং

হাবীবাহ্ নাসরীন

রঙিন ঈদ, রঙিন জামা

প্রতি বছরই ফ্যাশনে কিছু না কিছু ভিন্নতা আসে। পোশাকের রঙ, নকশা কিংবা কাটিংয়ে নতুনত্বও ঘোষণা দেয় বদলে যাওয়া সময়ের। আবার কিছু সৌন্দর্য চিরকালীন। হাজার নতুনত্বের ভিড়েও বদলায় না তেমন। কিছু আবার এই দুইয়ের সংমিশ্রণ। আর এসব ঘিরেই আগ্রহ তুঙ্গে ফ্যাশনপ্রেমীদের। ঈদে এদেশের নারীর জন্য শাড়ি এবং পুরুষের জন্য পাঞ্জাবি— এই দুইয়ের বিকল্প নেই যেন। যেহেতু আবহাওয়ায় গরমের উপস্থিতিই বেশি, তাই ঈদে জমকালো শাড়ি কিংবা পাঞ্জাবি কিনতে গিয়ে নজর রাখতে হবে আরাম আর স্বস্তির দিকেও।

পোশাক

জমকালো শাড়ি : শাড়িগুলোর উপকরণ, রঙ এবং নকশায় যোগ হয়েছে বৈচিত্র্য। এবারের ঈদে বেশি চোখে পড়বে ব্লক, হাফ সিল্ক, কাতান, মসলিন ও ভেলবেট শাড়ির রকমারী পদ। আবার সুতির পাশাপাশি সিল্কের চাহিদাও অনেক বেশি চোখে পড়ছে। সেই সঙ্গে কাতানের চল তো রয়েছেই। দিনের বেলা অনেকেই সুতির শাড়ি বেছে নেন। উৎসবের সঙ্গে স্বস্তির কথাও মনে রাখতে হবে। সিল্কের শাড়ির চাহিদা বরাবরই থাকে। কারণ এ ধরনের শাড়ি সব বয়সী নারীদেরই ভালো মানায়। সিল্কের মধ্যেও রয়েছে বাহারি ধরন। টাঙ্গাইল সিল্ক, হাফ সিল্ক, রাজশাহী সিল্ক, জয়পুরি সিল্ক, মসলিন সিল্ক, কাতান সিল্ক ও অ্যান্ডি সিল্ক। হাতের কাজের পাশাপাশি এতে স্ক্রিনপ্রিন্ট ও অ্যাম্ব্রয়ডারি করা হয়। কোনোটায় আবার বাহারি লেস বসানো থাকে। পাথর, চুমকি, লেইস বসানো জাঁকজমক শাড়ির চলটা এবার কম।

শাড়ির আঁচলে রয়েছে ভেদাভেদ। ছোট আঁচলের শাড়ি বেশ স্টাইলিশ লুক আনে। তবে সব শাড়ির ছোট আঁচল ভালো নয়। এক্ষেত্রে জামদানি, হাফসিল্ক খাপেখাপ। আর ফেস্টিভ ফিউশনের জন্য কাতান, সিল্ক ও হাফসিল্ক শাড়ির কোনো বিকল্প নেই। হাতের কাজের শাড়ি সবসময় ভিন্ন লুক এনে দেয়। দেশের বিভিন্ন এলাকার হাতের কাজের শাড়িসহ বহন করে ভিন্ন নকশা, ভিন্ন গল্প। টাঙ্গাইল শাড়ি কুটিরে তসরের ওপর জামদানি কাজের শাড়ি পাওয়া যাবে লোকাল শাড়ির মার্কেটসহ কয়েকটি ফ্যাশন হাউসে। তবে রাজশাহী সিল্ক, কটন, এন্ডি সিল্ক, হাফ সিল্ক, মসলিন, তাঁত কটনসহ বিভিন্ন কাপড়ে স্ক্রিনপ্রিন্ট, ব্লক প্রিন্ট, এম্ব্রয়ডারি, কাঁথা স্টিচ ছাড়াও দেখা মিলবে বিভিন্ন ম্যাটারিয়ালের কাজের। অধিকাংশ শাড়িতেই দেখা যায় প্যাটার্ন ভেদে কাজ। যেমন আঁচল, পাড়ভেদে থাকবে নকশার পার্থক্য। ফ্যাশন হাউসগুলোতে দেখা যায়, বয়সভেদে আলাদা আলাদা ডিজাইন, আলাদা আলাদা কাজ। এক্ষেত্রে দেওয়া হয়েছে রঙের প্রাধান্যও। ফ্যাশন হাউস, লোকাল মার্কেট দুই জায়গাতেই দেখা যায় মান এবং ডিজাইনভেদে দামের তফাত।

কিনতে পারেন হালকা ও উজ্জ্বল রঙের শাড়ি। নীল, বেগুনি, ম্যাজেন্ডা, ফিরোজা, পেস্ট, সাদা, গোলাপি, সবুজ রঙ থেকে যেকোনো রঙ বেছে নিতে পারেন। তবে যে রঙে নিজেকে ভালো মানাবে সেই রঙকেই বেছে

নিচ্ছেন ফ্যাশনপ্রেমীরা। মেরুন, লাল, কমলা, সবুজ, আকাশি, ফিরোজা, নীল, গোল্ডেন, সিলভার, কালো, সাদা, নেভিব্লু সব রঙের চাহিদা কমবেশি চোখে পড়েছে। তবে গরমের কারণে এসব রঙের হালকা শেডকেই প্রাধান্য দেয়া হয়েছে। তাহলে এত সব শাড়ির সম্ভার থেকে বেছে নিন আপনার প্রিয় শাড়িটি।

পাঞ্জাবিটাও চমৎকার : উৎসবে সবাই এখন দেশি পোশাক পরতেই পছন্দ করেন। তাইতো কটন, সিল্ক, এন্ডি, জ্যাকার্ড কটন, জয়সিল্ক, সিল্কি কটনসহ বিভিন্ন কাপড় ব্যবহার করা হয় পাঞ্জাবিতে। পাঞ্জাবিতে থাকছে নানারকম কাট ও নকশার ব্যবহার। গলায় ও হাতায় থাকছে ভিন্নধর্মী কাজ। অ্যান্ডি, খাদি, সুতি, সিল্ক ও কাতান কাপড়ে হাতের কাজ, নকশি কাঁথার কাজ, এম্ব্রয়ডারির কাজ সেই সঙ্গে রয়েছে প্রিন্টের কাজ। কাটিংয়েও ভিন্নতা তো থাকছেই। এবারের পাঞ্জাবিতে নানারকম হাতের কাজ টাইডাই, বাকিট, এম্ব্রয়ডারিসহ নানা মাধ্যম। প্রকৃতি থেকে পাওয়া নানারকম মোটিফ ছাড়াও জামদানি ফুলের কম্পোজিশন, নকশি পিঠার অলঙ্কার প্রভৃতির ব্যবহার। ফ্যাশন হাউসগুলোর পাঞ্জাবির সংগ্রহে থাকছে নতুন নকশা, নতুন রঙ। কাটিংয়েও এসেছে পরিবর্তন, বাজার দখল করে আছে শর্ট আর সেমি লং পাঞ্জাবি। ফ্যাশন হাউসগুলোর পাশাপাশি নগরীতে বেশকিছু মার্কেট রয়েছে, সেগুলোতে বিভিন্ন রকম নিত্যনতুন ডিজাইনের পাঞ্জাবি পাওয়া যায়। রঙের ক্ষেত্রে ধরাবাধা কোনো নিয়ম নেই। রঙিন সব কাপড় ব্যবহার করা হচ্ছে পাঞ্জাবিতে। লাল, খয়েরি, কমলা, নীল, কালো, সাদা, ছাই, হালকা সবুজ বেগুনি রঙের পাঞ্জাবি পাওয়া যাচ্ছে। এবারের ঈদের পাঞ্জাবির কাপড়ের মধ্যে রয়েছে খাদি, মটকা, সুতি, রাজশাহী সিল্ক, আদি মহিশুর সিল্ক, অ্যান্ডি সিল্ক, প্রিন্স সামসী, কুশান, কাসিস, খানশা, শাহজাদা আদি, জয়শ্রী সিল্ক, অ্যান্ডি কটন, ইন্ডিয়ান সিল্ক, জাপানি ইউনিটিকা, তসর, সামু সিল্ক, ধুতিয়ান, ইন্ডিয়ান চিকেনসহ আরও নানা ধরনের কাপড়।

ছবি : আড়ং

রঙিন কুর্তি-কামিজ : ঈদের আনন্দ অনেকটাই রঙিন হয়ে ওঠে তরুণীদের বাহারি রঙ আর নকশার পোশাকে। ডিজাইন আর কাটিংয়ে থাকে হাজারো বৈচিত্র্য। সেখান থেকেই বেছে বেছে ঠিক নিজের মনের মতো পোশাকটিই বেছে নেন তারা। এই না হলে তারুণ্য! ঈদে জমকালো কিংবা ভারী পোশাক পরার থেকে আরাম আর স্বস্তির দিকেই বেশি নজর দিচ্ছেন ফ্যাশনসচেতন তরুণীরা। তাই তো ঈদের মতো উৎসবেও তাদের পছন্দের তালিকায় শীর্ষে থাকে কুর্তি কিংবা কামিজ।

তরুণীরা সবচেয়ে বেশি পছন্দ করে লং কামিজের মতো লম্বা কিংবা ফ্রক স্টাইলে একটু ছোট আকারের কুর্তি। পরতে আরাম আর জাঁকজমক কম। তবে রঙে আছে ভিন্নতা। সাদার পাশাপাশি গোলাপি, জলপাই সবুজ, আকাশি, হালকা হলুদ, ঘিয়ে, হালকা ম্যাজেন্ডা, হালকা নীল, ফিরোজা, হালকা সবুজ, পেস্ট ধরনের উজ্জ্বল কিন্তু হালকা রঙগুলো বেছে নিতে পারেন। সেই সঙ্গে পরুন রঙিন লেগিংস। এসব কুর্তি তৈরিতে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে কটন কাপড়ই প্রাধান্য পাচ্ছে। এছাড়া সুতি কাপড়ের ওপর ব্লক প্রিন্ট, অ্যাম্ব্রয়ডারি, ফেব্রিক্স ও হালকা সুতার কাজ থাকছে। কোথাওবা লেস, বোতাম দিয়ে বাড়তি বৈচিত্র্য আনার চেষ্টা করা হয়। লং কামিজের মতো লম্বা আর ঢিলেঢালা কুর্তিও এখন অনেকের পছন্দ।

সুতি কিংবা লিনেন কাপড়ের হওয়ায় কুর্তিগুলো পরেও আরাম। এগুলোর সামনের দিকটায় থাকে এক রঙের কোনো কাপড় আর পেছনের দিকটায় জবরজং প্রিন্টের কাপড়। হাইনেক কলার ও ফুল স্লিভ কিংবা থ্রি-কোয়ার্টার হাতার কুর্তিগুলোর জমিনজুড়ে থাকে নানা মোটিফ। শর্ট ও স্লিভলেস কুর্তিরও বেশ চল রয়েছে। আলাদা করে চোখে পড়ে বোতামের ব্যবহার। নিচের অংশের কাটও ব্যতিক্রমী। গোলাকার, নৌকা, ভি ইত্যাদি কাট ব্যবহৃত হয়েছে। আবার গোলাকার হলেও সামনের অংশের চেয়ে পেছনের অংশ খানিক নামানো কাটিংও আছে। কিছু কিছু কুর্তির ঘেরে ব্যবহার করা হয়েছে লেস। এ ধরনের কুর্তিও পরা হচ্ছে লেগিংস দিয়ে। এই কুর্তির সঙ্গে পরতে পারেন এক রঙের কিংবা শেডের কোনো ওড়না। কুর্তির কাপড়ের রঙের সঙ্গে মিলিয়ে বাছাই করুন ওড়না।

সাজ-পোশাকে জমকালো ভাব আনতে সিল্ক কিংবা মসলিনের তুলনা নেই ঠিকই, কিন্তু এই গরমে সারাদিন এসব কাপড় পরে থাকা সম্ভব হয় না। আরাম আর রোদবৃষ্টির কথা মাথায় রেখে লিনেন, জর্জেট কিংবা সুতিই বেছে নেন বেশিরভাগ ক্রেতা। অনেকে ভাবেন সুতি কিংবা লিনেন কাপড়ে জমকালো ভাবটা আসে না। আবার ঈদে সাধারণ কাপড় পরতে চায়না অনেকেই। সেক্ষেত্রে রঙ বাছাই এ সমস্যার সমাধান দিতে পারে। মেরুন, বেগুনি, গোলাপি, সবুজ, কমলা, লাল, হলুদ যে উজ্জ্বল গাঢ় রঙ জমকালো ভাব আনবে, তবে চেষ্টা করুন এসব রঙের অপেক্ষাকৃত হালকা শেড বেছে নিতে।

কামিজের ডিজাইন ও নকশায় এসেছে পরিবর্তন। হাইনেক কলার, শেরওয়ানি কালার, বোটগলা, ছোট করে গোল গলা বা একেবারে গলা আটকানো। কামিজের হাতায় একেবারে নতুনত্ব দেখা যাচ্ছে। সোজা কোনি হাত (কনুই পর্যন্ত), থ্রি কোয়ার্টার, ফুল হাতা, কোল্ড শোল্ডার (কাঁধের পাশে পানপাতার মতো কাটা), কোনি হাতা দিয়ে নিচে সার্কেল ছাতার মতো, টাই স্লিভ হাতা, যা দু-তিন জায়গা দিয়ে কাটা থাকে আর মাঝে পুঁথি দেয়া থাকে। এছাড়া হুররাম হাতা, ভেলবেটেন হাতা, যা নিচ থেকে কিছুটা ঢোলা থাকে। তার সাথে লেইস দেয়া দুই লেয়ারে সার্কেল হাতা রয়েছে। কামিজে এখন বোতামের ব্যবহার খুব বেশি দেখা গেছে। অনেক কামিজে শেরওয়ারি গলার সাথে সামনে কেটে বোতাম দেয়া থাকে। আবার ছোট গোল গলার সাথে নিচে হাতাকাটা জামার উপরে অন্য কাপড় দিয়ে একটা ভিন্ন লেয়ার দেয়া কামিজও পছন্দ করছেন। তবে সামনে দিয়ে বোতাম ও নিচের দিকে থাকে কাটা। এছাড়া রয়েছে ফ্রক ডিজাইনের কামিজ, যা এক কাটের বা কুঁচি দেয়া দুই রকমেরই হয়। গরমে এ সময় সালোয়ার-কামিজের কাপড় হিসেবেও সুতিই বেশি প্রাধান্য পাচ্ছে।

এছাড়া অ্যান্ডি কটন, সিল্ক, হাফসিল্ক, আর কাতানটাও চলছে বেশি। রঙেও এসেছে বৈচিত্র্য। লাল, নীল, মেরুন, সবুজ, ফিরোজা, ম্যাজেন্ডা, কমলা, গোলাপিসহ নানা উজ্জ্বল রঙ ব্যবহার করা হচ্ছে কাপড়ে। পোশাকের জৌলুস বাড়াতে ব্যবহার করা হচ্ছে লেইস, চুমকি, গ্লাস, পুঁতি, ব্লক, স্ক্রিন প্রিন্ট, এম্ব্রয়ডারি, কারচুপি, অ্যাপ্লিক আর কুচি। কামিজের গলায়, বুকে ও হাতায় ভারী কাজ করে নিয়ে আসা হচ্ছে নান্দনিকতা।